পাঁচটি কবিতা
মোহর ভট্টাচার্য

।। এক।।
এই রাতে আমার খুন হতে ইচ্ছে করছে
ইচ্ছে করছে তিলকে তাল করতে
খুব সুন্দর একটা সুর খুঁজে এনে চন্দ্রিলকে বলতে ইচ্ছে করছে
দুটো কথা দাও

এই রাতে আমার ইচ্ছে করছে কয়েকটা রুপোর জন্য
তোমাকে বিলিয়ে দিতে কোনো নির্বোধ রাজকন্যার কাছে
যে তোমাকে রোজ বাজারে পাঠাবে
আর বলবে (মুখ ভার)
আজকেও সন্ধ্যামাসি আসেনি দেখো তো!

।। দুই।।
প্রতিবার তোমার নাম লিখছি
আর তোমার বয়স বাড়ছে এক সেকেন্ডকরে
প্রতিবার, অমোঘ ভাবে তুমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ
তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিক্ষণ হত্যা করছি আমি
শুধু তোমার নাম লিখে আর উচ্চারণ করে
তোমাকে মারছি
অথচ তুমি আমার কিছুই করতে পারছ না,
কিছু না,
কেন না, তুমি তো আমার নামটাই ভুলে গেছ

।। তিন।।
তিন রাত তোমাকে জানি নি
সুজন বন্ধুর ঘাটে পাল তুলে নষ্ট আলাপন
শোনো, তুমি কি বিষন্ন খুব?
ক্লান্ত পায়ে এলোমেলো হাঁটো?

আমারও বরষা এলো ধূপ ধুনো চন্দনের ঘর
পরস্ব মেঘের ভার ঠোঁটে চোখে জিভের আড়ালে
তবু জানো, খুব যদি দেরী হয়ে যায়
বুকের নরম মাংসে বিপর্যস্ত রক্তফুল অবাধ্য বাগান
তারপর ও তবু, সুর্যোদয়

ভোরে কি ঝড়ের ঘ্রানে উড়ে যাও দিকশূন্য পুর?
আমাকে বৃষ্টির মতো মারো?
কতরাত তোমাকে জানিনা

।। চার।।
কোলকাতায় হারিয়ে যেতে কোনো বাধা নেই
বাধা নেই পাগল হয়ে যেতে
বাধাগুলি আসে যখন আমি কোনো
পবিত্র, জোলো সুর লক্ষ্য করে ছুটে যাই

ক্লান্ত, আহত সব মাথা
আসন্ন শবের মতো, প্রৌঢ় বীজ মাতৃকার মতো
লোল কন্দর গান
নির্মেদ কবিতা গুলি, ভগ্নস্বর ছায়ারা তোমার
পথে পথে কত যে খুঁজেছি!

মগ্ন সর্পিনীর মতো কোনো ডাক প্রাণহীন সহ্য করে চলা
শিওরে নুপূর বাজে রসনায় বিতত আহ্বান
আজ যদি মৃত্যু আসে
রোমহীন। বিস্বাদ বুকে তক্ষনের দাগ মাত্র নিয়ে,
তোর ও বিপন্ন মুখে চেয়ে, দয়াময়, সঙ্গে
চলে যাব

কাপুরুষ, তুমিই দুর্লভ

।। পাঁচ।।
তোমার স্বতন্ত্র রাত আমার ও কপালে হাতছানি
তোমার ঠিকানা পাল্টায় আমারও তো বকুল বাঁচেনা

সর্বাঙ্গে মেখেছি ছাই ধূসর গোধূলি পায়ে পায়ে
জুলেছে করুণ স্বরে বিবর্ণ রাতের আলোগুলি
সার্থবাহ ফিরে গেছে এখত্রো অসংখ্য দাগ বাকি
একটা নিমগ্ন ছিলে অনভ্যস্ত স্বভাব - কথনে

পথ চিরে রক্ত আসে। পথেদের গায়ে জন্মদাগ
পথেরা বিকৃত হয়, পরিক্রমা করে পথযোনি

কি জানি কি নির্গমন জিহ্বা সাপিনী ঘুরে ঘুরে
নাচো, নাচো, দোলাও উল্লম্ব বুক, নাভি
এসো, এসো হাত ধরি, জুলে রক্ত, জুলে বিশ্ববাক্
দাও হে আহুতি দাও এই ওষ্ঠপুট, এই উরু
আরো দেবে? স্তূপাকৃতি ছিন্ন চোখ, মহাবিস্ফোরণ
দাও জল, দাও জুরা, আরো সে জঠর জুরাজল
(জঠর)